মন ও দেহের সম্পর্ক

মানুষ মাত্রই দেহ-মন বিশিষ্ট । আমাদের যেমন দেহ আছে তেমনি মন রয়েছে । তবে দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । দেহের বিস্তার আছে , চেতনা নেই । মনের চেতনা আছে, বিস্তার নেই । তবে দেহ ও মনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে । দেহ ও মনের লক্ষণ সম্পূর্ণ ভন্ন হলে ও তাদের মধ্যে এই প্রকার সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা চার প্রকার মতবাদ পেয়ে থাকি - ১) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (২) উপলক্ষবাদ (৩) সমন্তরালবাদ (৪)পূর্বস্থাপিত শৃক্ষখলাবাদ ।

১) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ -(Interactionism) আমাদের লৌকিক অভিমতকেই সমর্থন জানিয়ে দেকার্ত দেহ - মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ স্বীকার করেছেন । দেকার্তের মতে দেহ ও মন পরস্পর -বিরোধী দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য । দেহ তার অস্তিত্বের জন্য মনের ওপর অথবা মন তার অস্তিত্বের জন্য দেহের ওপর নির্ভর করে না । দেহের সাধারন র্ধম হল বিস্তার, মনের সাধারন ধর্ম হল চেতনা । দেহ ভৌতিক পদার্থ হওয়ায় দেশ - কাল জুড়ে থাকে। চেতনার বিস্তার না থাকায় তা কালিক হলেও দেশ জুড়ে থাকে না । তথাপি দেহ ও মন পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হলেও, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে - চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করলে উদ্দীপনা উৎপন্ন হয় , সেই উদ্দীপনা স্নায়ু মাধ্যমে মস্তিস্কে প্রবেশ করলে বর্ণ সংবেদন হয় । এখানে দৈহিক পরিবর্তন মানসিক অবস্থার কারণ হয় । তেমনি আবার ইচ্ছা অনুসারে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে । হস্ত - উত্তোলনের ইচ্ছা হস্তকে উত্তোলিত করে । এখানে মানসিক ঘটনা দৈহিক ঘটনার কারণ হয় । চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্নায়বিক উত্তেজনা বর্ণ সংবেদনের কারণ হলেও তা প্রত্যক্ষ কারণ নয় । বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্নায়বিক উত্তেজনা মস্তিস্কে বাহিত হয়ে প্রথমে মস্তিস্কের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে , বিশেষ করে পিনিয়াল গ্রন্থিতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং সেই উত্তেজনা মানসিক ব্যাপারের কারণ হয় । ফলে দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্নয় সাধন করে মস্তিস্কের বিশেষ অঞ্চল ।

৪)সমান্তরালবাদ - (Paralleslism) দেকার্তরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও ম্যালব্রেঞ্চির উপলক্ষবাদের দোষত্রুটি পরিহারের জন্য স্পিনোজা সমান্তরালবাদ প্রতিষ্টা করেন । তিনি মনে করেন যে দেহ ও মন দুটি ভিন্ন সত্তা নয় । আসলে সত্তা এক ও অভিন্ন দ্রব্য । স্পিনোজা একে ঈশ্বর ও বলেছেন । দেহ ও মন, আর ও স্পষ্টভাবে , চিন্তা ও বিস্তৃতি, এক, অভিন্ন দ্রব্যের (ঈশ্বরের) দুটি দিক মাত্র । একই দ্রব্যের দুটি দিক হওয়ায়, দেহ ও মনের একইভাবে পরিবর্তন হয় বা সমন্তরাল ভাবে চলতে থাকে ।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের ন্যায় সমান্তরালবাদেও এটা স্বীকার করে যে, দৈহিক পরিবর্তন ঘটলে মানসিক পরিবর্তন ঘটে এবং অনুরূপভাবে মানসিক পরিবর্তন ঘটলে দেহে ও পরিবর্তন ঘটে । সমান্তরাকবাদের মূল কথা হচ্ছে- দৈহিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ও এই দুটি অবস্থার কোন কার্য -কারণ সম্পর্ক নেই । একই দ্রব্যের দুটি সহবস্থানকারী দিক হওয়ায় দেহ ও মনের মধ্যে একই প্রকার সহপরিবর্তন হয় যেমন - দুটি সমান্তরাল সরল রেখার কোনটি কারুর উপর নিভর্র করে না । স্পিনোজার সমন্তরালবাদকে 'দ্বিভঙ্গি মতবাদ' ও বলা হয়। এই মতবাদের সারকথা হল- দেহ ও মন এক অভিন্ন সত্তার দুটি দিক, যারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত না করে সমান ভাবে চলতে পারে ।

বিবর্তনবাদ

বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলতে বোঝায়, ক্রম-বিকাশ বা ক্রম-পরিবর্তন-আসতে আসতে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ।বিবর্তন বলতে কোন বিশৃঙ্খল পরিবর্তন নয় , তা এক সুসংহত পরিবর্তন - সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় আবার নিম্নতর অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হওয়া ।

বিবর্তনবাদীরা জগতের বিবর্তনের কথা বলেও বিবর্তন সম্পর্কে সকলে এক মত হতে পারেন নি । বিবর্তন সম্পর্কে চারটি মতবাদ উল্লেখ করা হয়- ১) যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ ২) উদ্দেশ্যমূলক অভিব্যক্তিবাদ ৩) সৃজনমূলক অভিব্যক্তিবাদ ৪) উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদ ।

১) যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ - (Mechanical Theory of Evolution)

জড়বাদী ও নিসর্গবাদীদের মতে জগতের উপাদান কারণ হল জড় পরমানু আর নিমিত্ত কারণ হল শক্তি । যান্ত্রিক নিয়মের ফলে উপাদান কারন ও নিমিত্ত কারণের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই জগতের বিবর্তন ঘটে । জড়পরমানুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলেই ধীরে ধীরে জড় জগতের উদ্ভব হয়েছে । আর এই জড় থেকেই প্রাণের উৎপত্তি ঘটে । ফলে প্রাণজড়ের রূপান্তর । জীবদেহের ক্রম-পরিবর্তণের ফলে মনের , আত্মচেতনা উৎপত্তি হয় । সবই জড়দেহেরই রূপান্তর, জড়নিয়ন্ত্রিত -স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয় । জড়জগতের সবই জড় ও জড়ের রূপান্তর মাত্র । জড়ে সঙ্গে প্রণের, মনের, আত্মচেতনার গুণগত কোন বৈষম্য নেই , বৈষম্য কেবল পরিমাণের । অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় জড়ক্রমশ সরল থেকে জটিল, জটিল থেকে জটিলতর রূপ লাভ করেছে , উপাদানগত কোন ভিন্নতা পরিলক্ষীত হয় না ।

যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের দুটি রূপ রয়েছে - ১) জড়- জগৎ সংক্রান্ত যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ ২)জীবজগৎ সংক্রান্ত যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ ।

২) উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদ - (Theory of Emergent Evolution)

যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদী দার্শনিকগন মনে করেন - অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া হল পুনরাবৃত্তিমূলক । অপর একদল দর্শনিকের মতে অভিব্যক্তি হল উন্মেষমূলক । এনারা মনে করেন ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে নতুনত্বের উন্মেষ ঘটে । উন্মেষমূলক মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে গেলে আগে গুণের তাৎপর্য বুঝতে হবে । লুইস উন্মেষিতগুণ এবং যোগগত গুণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন । যোগগত গণু উপাদান গুণের যান্ত্রিক যোগ থেকেই লাভ করা হয় । তবে উন্মেষিত গুণের সঙ্গে যান্ত্রিক গুণের কোন যোগ নেই । উন্মেষিত গুণ বলতে বোঝায় উপাদান গুণ থেকে উন্মেষিত নতুন গুণ - উদাহরণস্বরূপ বলা য়ায় যে , ২ ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাস ও ১ ভাগ অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রনের ফলে জল উৎপন্ন হয় । এই উৎপন্ন হওয়া জলের ওজন তার উপাদান দুটির ওজনের ‘যোগগত গুণ ‘ বলে উল্লেখ করা হয় । তবে জলের মধ্যে অপর একটি অতিরিক্ত গুণ রয়েছে তা হল ‘তৃষণা নিবারনের ক্ষমতা ‘। জলের এই গুণ তার উপাদান দুটি মধ্যে কারুর নেই । অতএব জলের মধ্যে আবির্ভূত গুণ হল উন্মেষমূলক গুণ । অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার প্রত্যক স্তরে উন্মেষিত গুণ লাভ করা য়ায় ।